প্রথম আলো

তারিখ ... 22 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ .....

শেখ হাসিনা মডেল কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষা ব্যাহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার শেখ হাসিনা মডেল কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদে শিক্ষক-কর্মচারীদের পাল্টাপাল্টি ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জনের ঘটনায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের অধ্যক্ষ অমর বৈরাগীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগের প্রতিবাদ করা হয়। এ সময় শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে অধ্যক্ষের পক্ষে চারজন আর বাকিরা বিরুদ্ধে গিয়ে বিভক্ত হয়ে পাল্টাপাল্টি ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জন করেন। তাঁদের সঙ্গে কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীও যোগ দেয়। এসব ঘটনার পর সে সময় অভিযুক্ত অধ্যক্ষকে কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিষদের কাছে এক মাসের মধ্যে কলেজের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরিষদের সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন নির্দেশ দিলে তিন মাসেও ওই নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

কলেজের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক সঞ্জয় কুমার গুহ, যুক্তিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস জানান, অধ্যক্ষ কলেজের আসবাবপত্র তৈরির নামে ৮০ হাজার টাকা কোনো রসিদ ছাড়াই উত্তোলন করে নেন। কলেজের পুকুর ইজারার বার্ষিক ৩০ হাজার করে টাকা, কলেজ রিজার্ভ ফান্ডের এক লাখ টাকা, স্থানীয় সাংসদের দেওয়া দেড় লাখ টাকা, ১৭ ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা, ২২ হিন্দু ছাত্রের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মিন্টু রায় বলেন, কলেজ পরিচালনা পরিষদ অধ্যক্ষের অনিয়মের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। পরিচালনা পরিষদের সভাপতির নির্দেশ এখনো পালিত হয়নি।

অধ্যক্ষ সমর্থিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হায়দার আলী বলেন, অধ্যক্ষ আমাদের কাছ থেকে দুই লক্ষাধিক টাকা নিয়েছেন এ কথা ঠিক নয়। তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রী উপবৃত্তি ও হিন্দু ছাত্রদের বৃত্তির টাকা আত্মসাতের ব্যাপারেও আমার জানা নেই। অধ্যক্ষকে আসলে আমরা বিভিন্ন সময় এমপিওভুক্ত করানোর জন্য ৭৭ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। তিনি কাজও করেছেন। কিন্তু গত সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের এমপিওভুক্তির ব্যাপারটি আটকে গেছে।

অধ্যক্ষ অমর বৈরাগী তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ সাজানো উল্লেখ করে বলেন, ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে তাঁরা আমার নামে সত্য-মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে। আমি হিসাব দিতে চাইলে নিচ্ছে না। আবার আমার বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অভিযোগ আনছে।